SERMON,

PREACHED IN

CHRIST CHURCH, CORNWALLIS SQUARE,

ON

SUNDAY, 7TH NOVEMBER, 1847,

BY THE

REVD. K. M. BANERJEA.

ধর্ম্ম পোষক বক্তৃতা।

PUBLISHED BY REQUEST.

CALCUTTA.

OSTELL AND LEPAGE.

MDCCCXLVII

A. LAWRENCE,
Printer, Sumachar Chundrika Press.

ধর্ম্ম পোষক বক্তৃতা।

এ কথা বিশ্বাস্য এবং সকলের গ্রাহ্য যে
খ্রীষ্ট যিশু পাপি লোকের উদ্ধারার্থ জগতে
আসিয়াছিলেন ১ তিম. ১ ১৫

মহীমণ্ডলস্থ যাবদীয় লোকের মনে এমত দৃঢ়তর সংস্কার আছে যে এই সংসার কমল দলস্থ জল বিন্দুর ন্যায় অস্থায়ি এবং চপল, সকলেই জানেন যে সংসার অনিত্য, সকলেই বুঝেন যে মানবদেহ ক্ষণ ভঙ্গুর, সুতরাং মানব জীবও অত্যল্প কাল ব্যাপি। বহুবিধ পদার্থের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ আমরা স্বচক্ষেই দেখিতেছি, ভূরি২ লোক আমারদের নয়ন সম্মুখেই অত্যয় প্রাপ্ত হইতেছে, অতি শোভনীয় দ্রব্যও কাল বশতঃ বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে এনিমিত্ত কেহ সাংসারিক কোন বস্তুকে পরমার্থ কহিতে পারে না, কেহ পার্থিব পদার্থ হস্তগত করিয়াও সাহস পূর্ব্বক কহিতে পারে না যে অনেক কাল ভোগ করিবে, যাহারা বিষয় মৃগ তৃষ্ণাতে অতিশয় ব্যথিত তাহারাও সংসারকে পরম পদার্থ কহিতে পারে না, তাহারাও মনেং মদ

সশঙ্ক থাকে পাছে কোন দুর্যোগ বশতঃ অভিলষিত বিভব নষ্ট হইয়া যায়, অথবা পাছে আপনারাই কৃতান্তের গ্রাসে পতিত হইয়া সমস্ত অভ্যুদয় ফলে বঞ্চিত হয় সর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিতেরা এইরূপ সংসারের এবং সাংসারিক সুখের অস্থায়িত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, পার্থিব পদার্থের উপর কেহই নির্ভর রাখেন নাই, বিষয় প্রাপ্তিতে কাহারও সন্তৃপ্তি জন্মে নাই, সকলেই সংসারাতীত পদার্থের অনুসন্ধান করিয়াছেন এবং ভূপৃষ্ঠে বদ্ধ হইয়াও যোগ বলে ঊর্দ্ধগত হইতে স্পৃহা করিয়াছেন, অতিশয় সংসারাসক্ত পুরুষেরাও কখন২ স্বর্গের প্রতি ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া তথায় উপনীত হইবার নিমিত্ত অস্থির হয়েন অতএব দাবিদ রাজার বহু দর্শি তনয় সলিমান ধর্ম্ম পুস্তকে যথার্থ লিখিয়াছেন যে জগতিস্থ সকল দ্রব্যই ব্যর্থ, সকলই অসার

২। আর যেমত সকলে সংসারকে অনিত্য জ্ঞান করিয়া সমস্ত জড় পদার্থকে অত্যল্প কাল স্থায়ি বোধ করেন তদ্রূপ তাহারদের মনে এমত সংস্কারও আছে যে সংসার কুৎসিত বস্তুতে পরিপূর্ণ। মানব কুল মাত্রেই আচার ভ্রষ্ট হইয়াছে, সকলের মনেই যৎকিঞ্চিৎ অসৎ সংস্কার আছে, কেহই সম্পূর্ণ সাধু নহে, কেহই কর্ত্তব্য সাধনে সদা তৎপর থাকে না, কামক্রোধাদি

ছয় নিদারুণ শত্রু সকলকেই বন্দিবৎ বদ্ধ করিয়া রাখে একারণ যাহা বিবেচনায় কর্ত্তব্য এবং শ্রেয়স্কর বোধ হয় তাহাতেও আমরা মুহুর্মুহু বিমুখ হইয়া কেবল শরীর তোষক বিষয়ের প্রয়াস করি, যদিও কখন যৎকিঞ্চিৎ ধর্ম্ম জ্ঞান প্রাপ্ত হই তাহাও সফল করিতে যত্ন করি না, ধর্ম্ম জানিয়াও অধর্ম্মাচরণ করি, মনুষ্য মাত্রেরই এইরূপ গতি, মনুষ্য মাত্রেই আপনং বিষয়ে সাক্ষ্য দিয় কহিতে পারে "জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ র্জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ"। সকলেই সাধু পৌলের ন্যায় কহিতে পারেন হায় আমার কি দুরবস্থা! যাহা কর্ত্তব্য জ্ঞান করি তাহাতে প্রবৃত্তি নাই যাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া জানি তাহাতে নিবৃত্তি নাই এই অসৎ প্রবৃত্তিকেই ধর্ম্ম শাস্ত্রে পাপ কহে পাপের লক্ষণ এই যে জগৎ কর্ত্তার ইচ্ছার অন্যথাচরণ জগৎ কর্ত্তার ইচ্ছা এমত নহে যে কেহ জ্ঞাতসারে কোন অবিহিত ব্যাপার করে, যে কেহ অধমার্থ ইতর বিষয়ে মনঃ সংযোগ করিয়া পরমার্থ সাধনে শিথিল হয়, যে কেহ জিতেন্দ্রিয় না হইয়া কামক্রোধাদির বশে সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে সুতরাং যাবদীয় মনুষ্য তাঁহার ইচ্ছার ব্যতিক্রমাচার করিয়া পাপগ্রস্ত হইয়াছে এবং পাপ প্রযুক্ত বিচার মতে দণ্ডার্হ

হইয়াছে, এই নিমিত্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রে লিখে যে সকলেই পাপি, সকলেই দণ্ড্য, সকলেই অসৎ; কেহই সাধু নহে, কেহই ঈশ্বর পরায়ণ নহে।

৩ অতএব খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে মনুষ্য কুলের আচার ভ্রষ্টতা পদে২ স্বীকৃত হইঞেছে, এ ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞাই এই যে মনুষ্য জাতি আচার ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারদের আচার শোধন করিতে হইবে মনুষ্য জাতি ঘোরতর ভ্রম কূপে পতিত হইয়াছে, তাহারদিগকে সে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া জ্ঞান জ্যোতির প্রভায় সমুজ্জ্বল ক্ষেত্রে স্থাপিত করিতে হইবে মনুষ্য জাতি ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাহারদিগকে পুনশ্চ ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে হইবে। মনুষ্য জাতি স্বভাবতঃ ঈশ্বর পরায়ণ নহে তাহারদিগকে ঈশ্বর পরায়ণ করিতে হইবে মনুষ্য জাতি পাপ প্রযুক্ত পরমার্থে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারদিগকে পাপবিমোচন পুরঃসর পরমার্থ ভাজন করিতে হইবে। মনুষ্য জাতির স্বভাবতঃ সৎপ্রবৃত্তি জন্মে ন অতএব স্বভাব পরিবর্ত্তন করিয়া—নূতন জন্ম প্রদান করিয়া—সাধুতাতে আসক্ত করিতে হইবে। এই খ্রীষ্ট ধর্ম্মের প্রতিজ্ঞা, ইহাই ধর্ম্ম সাধনের অভিপ্রায়, বাইবেল শাস্ত্রে মনুষ্যের দোষ আচ্ছাদন করেন না, দোষ আচ্ছাদন করাতে অনুগ্রহ প্রকাশ হয় না, দোষ

উল্লেখ করিলেও নিগ্রহ হয় না, যে চিকিৎসক রোগির দোষ আচ্ছাদন করিয়া অসার আশা প্রদান করে, এবং জ্বরগ্রস্তকে সচেতন করত ঔষধের ব্যবস্থা না করিয়া মিথ্যা করিয়া কহে সকলই মঙ্গল, ক্ষুৎ পিপাসা হইলে অনশন করিও না, যাহা ইচ্ছা তাহাই ভোজন পান কর, যে চিকিৎসক এবম্ভূত অহিত পরামর্শ দেন তাঁহাকে কি কেঁহ সৎচিকিৎসক বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে? এমত কখনই নহে। সৎচিকিৎসকের ধর্ম্ম এই যে রোগির ব্যাধি যথার্থ রূপে ব্যক্ত করিয়া শান্তি করিতে যত্ন করে বাইবেল শাস্ত্রেও তদ্রূপ জানিবা, তাহাতে মনুষ্য জাতির দুঃশীলতা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত আছে এবং পাপ শান্তির উপায়ও উপযুক্ত রূপে বর্ণিত আছে সে সকল বচনকে কেবল নিন্দাবাদ জ্ঞান করিও না, ধর্ম্ম শাস্ত্রে আমাদের দুশ্চরিত্র বর্ণনা আছে তাহাতে বিরক্ত হইও না, সূক্ষ্ম বিবেচনা করিলে বুঝিবা যে সে বর্ণনা অতি যথার্থ, যদি কেহ অভিমান করিয়া আপনাকে নিষ্পাপ জ্ঞান করে তবে জানিবা সে ব্যক্তির প্রচুর আত্মশ্লাঘা আছে, মনুষ্য জাতি যদি নিষ্পাপ হইত তবে দেশ দেশান্তরে যুদ্ধ কলহ দ্বন্দ্ব হইত না, তবে হিংসা দ্রোহ উপদ্রবাদি আভিধানিক শব্দও থাকিত না, রাজকীয়

নিয়ম শাসন ব্যবস্থাদির প্রয়োজন হইত না, তবে দ্বারপাল নগর রক্ষকাদি কর্ম্মকর্ত্তার আবশ্যক হইত না, তবে কেহ পরস্ব বস্তুর লোভ অথবা অপহরণ করিত না। কিন্তু সকলদেশেই নিয়ম ব্যবস্থাদির প্রয়োজন আছে, সকল দেশেই তস্কর,দস্যু প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত পুরুষের উপদ্রব আছে, সকল দেশেই অরাজক অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়া উঠে, সকল দেশেই দুষ্ট দমনার্থ শাসনের প্রয়োজন রাখে, সুতরাং মনুষ্য আচার ভ্রষ্ট তাহ প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে এবং অন্তরে জানা যাইতেছে যিনি একথা স্বীকার না করেন তিনি চক্ষুঃ সত্ত্বে দর্শন শক্তিহীন এবং বুদ্ধি সত্ত্বে বিবেচনা রহিত। বিবেকি লোকের কর্ত্তব্য যে স্বাভাবিক দোষ স্বীকার করিয়া তৎপ্রতীকারার্থ যত্ন করেন এবং কুৎসিত ব্যবহার পরিহার করণের সাধনে থাকেন তাহাতে সংসারের মধ্যে মনঃশান্তি ভোগ করিবেন এবং সংসার ভঙ্গ হইলে অক্ষয় আনন্দ প্রাপ্ত হইবেন

৪ সুতরাং সাধু পৌলোক্ত যে বচন সম্প্রতি পাঠ করিলাম তাহার তাৎপর্য্য গ্রহ সহজ হইতেছে তিনি কহেন "খ্রীষ্ট যিশু পাপি লোকের উদ্ধারার্থ জগতে আসিয়াছিলেন"—অর্থাৎ যদি জিজ্ঞাসা কর এমত দিব্য পুরুষ ও মহাত্মা যাঁহাকে ত্রিভুবন ধারণ

করিতে অক্ষম, যিনি স্বেচ্ছাক্রমে চরাচর জগন্মণ্ডলকে রক্ষা করিয়া থাকেন তিনি কি কারণ ধরা মণ্ডলে আবির্ভূত হইলেন? কি কারণ সামান্য প্রজার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া মনুষ্য উপাধিধারি হইলেন? কি কারণ মহাপবিত্র স্বর্গধাম ত্যাগ করিয়া অস্থায়ি সংসারবাসি এবং ভঙ্গুর শরীরধারি হইলেন? যদি জিজ্ঞাসা কর এমত অমিততেজা দৈবগুণ সমন্বিত-পুরুষোত্তম ব্যক্তি কি কারণ নিষ্কিঞ্চনের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া অবশেষে অপঘাত মৃত্যু সহ্য করিলেন? উত্তর, তিনি পাপি লোককে উদ্ধার করণার্থ অবতীর্ণ হয়েন, পাপ বিমোচনার্থ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন, নরলোকের ইষ্ট সাধনার্থ স্বয়ং অনিষ্ট সহ্য করেন, অশুদ্ধকে শুদ্ধ করিতে, নির্ধনকে সধন করিতে, অধোগতকে উন্নত কবিতে তিনি স্বয়ং দুঃখ ও যন্ত্রণা স্বীকার করেন। পাপির প্রতিনিধি হইয়া পাপের নিদারুণ ফল ভোগ করেন। এই নিমিত্ত তাঁহাকে পাপাপহারক জগত্রাতা কহা যায়। যে কেহ বিশ্বাস করিয়া তাঁহার আশ্রয় লয় সেই তাঁহার রক্ষণীয় হয়, তাহাকেই তিনি পাপ সাগরের ঘোরতর তরঙ্গ হইতে উদ্ধার করেন, সেই তাঁহার দ্বারা অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়।

অপর প্রভু যে বাস্তবিক অবতীর্ণ হইয়া ঐ সকল কার্য্য করিয়া ছিলেন তাহা. কেহই অস্বীকার করিতে পারে না, শত্রু মিত্র সকলেই প্রায় তাঁহার উপাখ্যান গ্রাহ্য করিয়া থাকে তদ্বিষয়ক গ্রন্থ রচনা নির্দ্দিষ্ট দেশ কালে হইয়াছিল, যাঁহারা খ্রীষ্টের বিবরণ লিখিযাছিলেন তাঁহারদের দেশ কাল সর্ব্ববাদি সম্মত, তাঁহারদের নাম ধাম গগণ পুষ্পের ন্যায কল্পিত নহে, যথার্থ পুরাবৃত্তে তাঁহারদের সংবাদ আছে সুতরাং এসকল কথা অলীক কহা যাইতে পারে না, এসকল বৃত্তান্ত অসার নহে, ইহাঁর তথ্য নির্ণয় সহজেই হইতে পারে একারণ ইহাতে বিশ্বাস করিবার প্রতি বন্ধক মাত্র নাই

আর পাপের প্রাদুর্ভাব হেতুক এক জন উদ্ধার কর্ত্তার বাস্তবিক প্রয়োজন আছে একারণ পাপ ক্ষয়ের এনিয়ম অসম্ভব নহে, ইহাতে বিস্ময়ের হেতু মাত্র নাই, মনুষ্য পতিত হইয়াছে একারণ পরিত্রাতার অপেক্ষা আছে, ইহাতে চমৎকারের কিষয়-কি? স্বভাবতঃ যাহার অপেক্ষা আছে তাহার বার্ত্তা শুনিলে আশ্চর্য্যের কারণ কি? প্রভু যে২ নিয়ম ধার্য্য করিয়াছেন সকলই এইরূপ যথার্থ যুক্তি সঙ্গত হই-তেছে, তাঁহার শাসনে কেবল ধর্ম্মের উন্নতি এবং

অধর্ম্মের গ্লানির সম্ভাবনা, তাহাতে কেবল সাধুতার বৃদ্ধি এবং দুষ্টতার হ্রাস হইতে পারে।

৫। অতএব খ্রীষ্টাবতারের এই মুখ্য তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কর অজ্ঞানকে জ্ঞান দান, অপবিত্রকে পবিত্র করণ, আচার ভ্রষ্টকে সদাচারি করা, মর্ত্ত্যকে অমর্ত্ত্য করা, ভয়াকুলকে অভয় প্রদান, উদ্বিগ্নকে নিরুদ্বিগ্ন করা, নিরানন্দ সংসারকে আনন্দার্ণব করা, এ সকল কি সামান্য বিষয়? যদি কেহ তত্ত্বজ্ঞান বিরহে অবিদ্যা জালে বদ্ধ হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিতে অক্ষম হয় তবে সে খ্রীষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ ভক্তি পূর্ব্বক আলোচনা করিলে জ্ঞান জ্যোতির প্রভায় সত্যের দর্শন পাইবে, আর সত্যের দর্শন পাইলে নিঃসংশয় সংশয়চ্ছেদ হইবে যদি কেহ চিত্তের মালিন্য প্রযুক্ত পবিত্রতম পরমেশ্বরকে চিন্তা করিতে সাহস না করে তবে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস পূর্ব্বক আপনার সহায় করিলে সদাত্মা সংযোগে চিত্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে যদি কেহ বারম্বার দুরাচার করত সদাচারে শূন্য হইয়া দুঃখ পায় তবে প্রভুর নির্ম্মল চরিত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া সদাচারী হইতে পারে যদি কেহ এই মর্ত্ত্য জীবনের চরম অবস্থা চিন্তা করত মনে২ ভয়াকুল হয় এবং দেহ ত্যাগানন্তর পরমেশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া

কি রূপে আত্ম দোষ খণ্ডন করিবে এনিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হয় তবে প্রভুর প্রায়শ্চিত্ত হৃদয়স্থ করিয়া অনির্ব্বচনীয় সান্ত্বনা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাঁহাতে শ্রদ্ধা করিলে সর্ব্ব অমঙ্গল নিবারণ হইবে ভাবিয়া অকুতোভয়ে বাস করিতে পারিবে অতএব সাধু পৌল যথার্থ কহিয়াছেন যে ধর্ম্মাচরণ মহাধন, ইহাতে উপস্থিত সংসারে মনঃশান্তি লাভ করা যায় এবং পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্তি হয়। এই সাধনে অন্যান্য সকল নীতি শিক্ষা অবসন্ন হয় কেননা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম যথার্থ রূপে পালন করিলে আর কোন নিয়মের প্রয়োজন থাকে না, সকল সুনীতি ইহাতে উহ্য হয়, ইহাতে কোন বিষয়ের অভাব থাকে না।

৬। অধুনা এ ধর্ম্মের ব্যাপকতা বিবেচনা করুন, ইহাতে দেশ কাল জাতি বর্ণের ভেদ নাই, মনুষ্য মাত্রেই এ ধর্ম্মের অধিকারি, মনুষ্য মাত্রেই প্রভুতে বিশ্বাস করিয়া উদ্ধার পাইতে পারে কেননা সাধু পৌল কহিতেছেন এ ধর্ম্ম সকল লোকের গ্রাহ্য এই ব্যাপকতায় খ্রীষ্টীয় মতের মাহাত্ম্য প্রকাশ পায় এবং ইহাতে লোক বাৎসল্যের বিলক্ষণ বৃদ্ধি হয় কেননা দেশ কাল জাতি বর্ণের ভেদ না থাকাতে পরস্পর হৃদ্যতার ব্যতিক্রম হইতে পারে না। কোন২ মান্যবর পুরুষেরা কহেন

যে দেশ বিশেষে ধর্ম্মের ভেদ হইতে পারে এবং জাতি ভেদেও ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য হইতে পারে; কিন্তু এ কথা অসঙ্গত বোধ হয়, কেননা ধর্ম্মের প্রধান তাৎপর্য্য এই যে পরমেশ্বরের তত্ত্বনিরূপণ এবং তাঁহার শাসনানুযায়ি মনুষ্য বর্গের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করেন, ঐ নিরূপণ সত্যানুযায়ি না হইলে কোন জাতির বিশ্বাস্য নহে সত্যানুযায়ি হইলে সকল জাতির গ্রাহ্য। অতএব বিবিধ প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত হইলে কেবল এক প্রকারই সত্য হইতে পারে, কেনন সত্য বহু রূপী নহে, মিথ্যাই বহু রূপ ধারণ করে-সুতরাং এক সত্য ধর্ম্মই সকল বিবেকি লোকের গ্রহণীয়। যাঁহারা দেশ দেশান্তরে ভিন্নং ধর্ম্ম প্রচলিত করিতে চাহেন তাঁহারদের দ্বারা ভূরি লোকের বিড়ম্বনা সম্ভাবনা। ধর্ম্ম সত্য না হইলে কুত্রাপি তাহার সূচনা করা কর্ত্তব্য নহে আর তাহা সর্ব্বত্র হেয়, সত্য হইলে কাহারও উপেক্ষণীয় নহে, লোকালয় মাত্রে তাহার স্থাপন করা উচিত, একারণ খ্রীষ্টীয় মত সর্ব্বত্র প্রচার করা বিহিত কেননা সকল মনুষ্যই বস্তুতঃ এক জাতি এবংসকলের স্বভাবও এক প্রকার, সকলেই রাগদ্বেষের বশতাপন্ন হইয়া পাপ সাগরে মগ্ন হইয়াছে সুতবাং সকলেরি উদ্ধারের অপেক্ষা আছে সকলেই পাপ রোগে পীড়িত সুতরাং সক-

লেরি য়িশু খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করিবার প্রয়োজন আছে, সেই বিশ্বাসই পাপ রোগ নাশার্থ মহৌষধি

৭ অতএব এই সভার মধ্যে যেং সুধীজনগণ এ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন যাঁহারা এই ধর্ম্মাবলম্বনে অপথ সংসার উত্তীর্ণ হইতে আশ্বাস করেন তাঁহারদিগকে উৎসাহ প্রদানার্থ কহিতেছি যে তাঁহারা এই সাধনে অবিশ্রান্ত যত্ন করুন, তাঁহাবদের পরিশ্রম অবশ্য সফল হইবে, অবিলম্বে তাঁহারা এমত মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইবেন যাহাতে আনন্দের এবংসুখের পরিসীমা নাই, সংসারস্থ কোন বিষয় সে পদের তুল্য হইতে পারে না।

৮। আর যাঁহারা অদ্যাবধি এধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই তাহারদিগকে ইহার তথ্যানুসন্ধান করিতে অনুরোধ কবিতেছি পরমেশ্বর আমারদিগকে এই অভিপ্রায়ে বিবেক শক্তি দান করিযাছেন যে আমরা সত্যের উদ্দেশে তাঁহার অনুশীলন করি অতএব যে ধর্ম্মে এমত ভূরিং সত্যের চিহ্ন আছে তাহাতে মনঃসংযোগ করা নিতান্ত আবশ্যক হইতেছে। এমত প্রগাঢ় বিষয়ই বা আর কি আছে যাহাতে সুধীজন তাদৃশ আমোদ করিতে পারে? এধর্ম্মের মাহাত্ম্যের অধিক কি বর্ণনা করিব। ইহাতে কোটিং লোক দুর্জ্জেয় সংসারকে জয়

করিয়া ইহ কালে মনের তুষ্টি এবং পরকালে অক্ষয়ানন্দ প্রাপ্ত হইযাছে, ইহাতে ভূরি২ জাতি বন্য আসরিক অবস্থা ত্যাগ করিয়া মনুষ্য সমাজে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। অতএব সমস্ত স্বদেশ বৎসল মহোদয় জনগণের নিকট এই নিবেদন যে যদি নিঃশ্রেয়স ফল এবং স্বদেশের উন্নতির প্রয়াস করেন, যদি এই ভারত ভূমিতে দয়া সত্য সভ্যতার বৃদ্ধি দেখিতে বাঞ্ছা করেন তবে পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম কথায় কর্ণপাত করুন তাহাতে যুগে২ তাঁহারদের যত্ন সফল হইবে এবং কোটি২ প্রাণি তাঁহারদের বংশে উৎপন্ন হইয়া ধর্ম্ম পরায়ণ পিতৃ লোকের নামে ধন্য২ করিয়া ধর্ম্ম পরতার ফল ভাগি হইবে

অবশেষে প্রার্থনা এই যে পরমেশ্বরের কৃপায় যাবদীয় মানবগণের অন্তঃকরণে তত্ত্ব জ্ঞান জ্যোতির প্রভা উদয় হয় এবং ঈশ্বরের রাজ্য দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হয়। তথাস্তু।

(সমাপ্তেয়ং বক্তৃতা)